# আর্থিক সাক্ষরতা টিপস

**আর্থিক পরিকল্পনা :**

সাধারণভাবে একজন মানুষের বর্তমান ও সম্ভাব্য আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ব্যয় এবং সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আগাম হিসাব প্রস্তুতিকেই আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়। বিশেষ ব্যয় বলতে আমরা পরিস্থিতির কারনে উদ্ভুত আকস্মিক ব্যয়কে বুঝি। যেমন ঃ হঠাৎ অসুস্থতা, দূর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি।

**সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা কিভাবে করা যায়?**

সঠিক বাজেট, বিভিন্ন মেয়াদে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ভাগ করা, মাস শেষে সঞ্চয়ের হিসাব করা, আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় হিসাবের জন্য আর্থিক ডায়েরি ব্যবহার করা এবং অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করা।

**সঞ্চয় ঃ**

সাধারনত আয় হতে সব ধরনের খরচ/ব্যয় নির্বাহের পর উৎবৃত্ত অর্থকেই আমরা সঞ্চয় বলি।

যেমনঃ রোগ-শোক বা প্রাকৃতিক দূর্যোগের মত আকস্মিক দুর্ঘটনা, ফসলহানি, অগ্নিকান্ড, সংঘর্ষ, সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ গমন করা, সামাজিক অনুষ্ঠান যেমনঃ বিয়ে-শাদীতে ব্যয় করা, ধর্মীয় আচার পালন, যেমনঃ হজ, তীর্থ যাত্রা, বার্ধক্যকালে ব্যয়, প্রয়োজনীয় কিন্তু দামী ব্যবহার্য দ্রব্যাদি/মেশিনারি (ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন বা কৃষি কাজের উপকরণ কিনতে ব্যয়, আপৎকালীন যে কোন ঘটনা মোকাবেলায়)।

**তিনটি সহজ উপায়ে সঞ্চয় করা যেতে পারে ঃ**

যেমনঃ ১. খরচ কমিয়ে, ২. খরচ আপাতত না করে, ৩. খরচ বাদ দিয়ে

**সঞ্চয়ের টাকা রাখার নিরাপদ/লাভজনক স্থান কোথায়?**

আমরা বিভিন্ন উপায়ে সঞ্চয়ের টাকা সংরক্ষন করি। যেমনঃ আলমারিতে, মাটির ব্যাংকে, বালিশ-তোশকের নিচে ইত্যাদি। এভাবে বহুদিন টাকা রাখলে টাকা বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমনঃ ইঁদুরে কাটতে পারে, বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আগুনে পুড়ে যেতে পারে, চুরি হয়ে যেতে পারে। হাতের কাছে থাকায় ভোগ-বিলাসে বা অপ্রয়োজনে যেকোন সময় খরচ ও হয়ে যেতে পারে। বাড়ীতে টাকা সঞ্চয় করলে আমরা তেমন লাভবান হবো না। কেননা ঘরে টাকা রাখার ফলে তা বৃদ্ধি পাবে না বরং কারণে-অকারণে টাকা ব্যয় বা বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। টাকা সঞ্চয়ের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে টাকা রাখা নিরাপদ। কেননা ব্যাংকে আমানত রাখলে তা একদিকে যেমন সুরক্ষিত থাকবে, সময়ের সাথে সাথে পরিমান ও বাড়বে।

**ঋণ/বিনিয়োগ/সঞ্চয়পত্রঃ**

যখন আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয়, তখন বাড়তি ব্যয় মেটানোর জন্য আত্মীয়/প্রতিবেশী/মহাজন বা ব্যাংক থেকে শর্তসাপেক্ষে টাকা ধার করতে হয়, সেটাই সাধারনত ঋণ বলে পরিচিত। লাভের আশায় সঞ্চয়ের টাকা কোথাও ব্যবহার/ লগ্নি করাকেই সাধারণ অর্থে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমনঃ জমি কেনা, ব্যবসায় খাটানো, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত করা, সঞ্চয়পত্র/বন্ডে বিনিয়োগ করা, স্বর্ণ ক্রয়, শেয়ার ক্রয় ইত্যাদি।

**আর্থিক সেবা গ্রহনে নাগরিক সচেতনতা ঃ**

প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটরি অথরিটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কি না যাচাই করে নিতে হবে। অতিরিক্ত মুনাফা/ সুদের লোভে অনুমোদিত ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভুত প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির সাথে আর্থিক লেনদেন করা যাবে না।
ব্যাংক হিসাবের গোপন তথ্য যেমনঃ হিসাব নম্বর/স্থিতি, চেক বই, কার্ড নম্বর, পিন নম্বর, পাসওয়ার্ড/ গোপন নম্বর অথবা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল/ ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে পিন/গোপন নম্বর ইত্যাদি অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনীয় পিন/পাসওয়ার্ড স্মরণ রাখতে হবে। কাউকে ফাঁকা চেক দেয়া যাবে না।, ব্যাংকিং সংক্রান্ত যে কোন দলিলে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষেত্রে ভালভাবে পড়ে, বুঝে তবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

** সর্বশেষ প্রবাসী আয় বৈধ পথে যাতে দেশে প্রেরিত হয় সেজন্য আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা বিদেশ থাকেন তাদেরকে সে বিষয়ে সচেতন করতে হবে।